বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

প্রকাশক:
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স-২ (তৃতীয় তলা)
১ মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০-২-২২২২২৪১৮৩
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-২২২২২৪১৬৫
ই-মেইল: info@bac.gov.bd
ওয়েব: www.bac.gov.bd

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত:
প্রকাশকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এ বার্ষিক প্রতিবেদন বা এর কোনো অংশ বিশেষ মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না।

মুদ্রণ: (প্রেস এর নাম)

Annual Report
2021-2022
Published by Bangladesh Accreditation Council

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

১ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

১.১ ভূমিকা

১.২ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন পদ্ধতি

১.৩ কাউন্সিল গঠন

২ গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন

২.১ রূপকল্প

২.২ অভিলক্ষ্য

২.৩ উদ্দেশ্যাবলি

২.৪ মূল্যবোধ

৩ কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

৪ কাউন্সিলের জনবল

৪.১ কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী

৫ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ

৫.১ কাউন্সিল সভা

৫.১.১ ষষ্ঠ কাউন্সিল সভা

৫.১.২ সপ্তম কাউন্সিল সভা

৫.১.৩ অষ্টম কাউন্সিল সভা

৫.২ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন

৫.২.১ উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

৫.২.২ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ), অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালা

৫.২.৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) শীর্ষক কর্মশালা

৫.২.৪ অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালা

৫.২.৫ আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ

৫.২.৬ শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম, শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৫.২.৭ অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা
৫.২.৮ "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে উচ্চশিক্ষা" শীর্ষক অনলাইন সেমিনার
৫.২.৯ শিক্ষা সফর
৫.২.১ কাউন্সিলের কার্যক্রমের প্রামাণ্যচিত্র
৫.৩ আইকিউএসি'র কার্যক্রম
৫.৪ বহিঃস্থ গুণগত মাননিরূপণকারী পুল প্রণয়ন
৫.৫ গবেষণা কার্যক্রম
৫.৬ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক ও অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সির সাথে সম্পর্ক স্থাপন
৫.৭ গ্রন্থাগার
৫.৮ মুদ্রণ
৬ কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা
৬.১ অফিস স্থানান্তর
৬.২ অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয়
৬.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণসহ)
৬.৪ অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ
৬.৫ যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত
৬.৬ পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ)
৬.৭ প্রশিক্ষণ
৬.৮ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ)
৬.৯ গবেষণা খাতে ব্যয়
৬.১০ অন্যান্য খাতে ব্যয়
৬.১১ ভান্ডার
৭ কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা
৭.১ বার্ষিক বাজেট বিবরণী
৭.২ অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ

৮ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ পালন

৮.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

৮.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

৮.৩ ডিজিটাল দিবস উদ্‌যাপন

৮.৪ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

৮.৫ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

৮.৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

৮.৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

৮.৮ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

৯ শুদ্ধাচার ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন

১০ গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

১১ উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ

পরিশিষ্ট

ক. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২১

খ. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২

গ. কাউন্সিলের অ্যাকাডেমিক নিরীক্ষা গাইড লাইন

‘আত্মসমালোচনা না করতে পারলে নিজেকে চিনতে পারবা না’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রত্যেক অর্থ-বছরে বার্ষিক কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় কাউন্সিলের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর এবং সেবা ও শিল্পখাত ছিল খুবই সঙ্কুচিত। বর্তমানে সেবা ও শিল্পখাত দ্রুত বিকাশমান। কৃষিতে উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও ইতোমধ্যেই মোট দেশজ উৎপাদনে তুলনামুলকভাবে সেবা ও শিল্পখাতের অবদান এ খাতকে ছাড়িয়ে গেছে। কৃষি-সেবা-শিল্পসহ সকল খাতই আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দ্রুত বিকাশমান। বিশ্বায়নের ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র, পরিধি ও সুযোগ ব্যাপক পরিসরে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। তাই শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতে কার্যকরভাবে দেশি ও বিদেশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য গ্র্যাজুয়েটদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন অপরিহার্য। উপরন্তু, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-ব্যবস্থায় বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটদেরকে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশিয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য যোগ্য ও উপযোগী করা আমাদের উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গ্র্যাজুয়েটদের খাপ খাওয়ানোর জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা আবশ্যক।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি দ্রুত ও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্ধিষ্ণু উচ্চশিক্ষার যথাযথমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত খসড়া অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২৯ মে ২০২২ তারিখে 'অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ২০২২' বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এসব প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন করা হবে এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন আহ্বান করা হবে।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন ও বিএনকিউএফ তুলনামূলকভাবে নতুন বিষয়। শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের সংস্কৃতি তৈরিতে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত জ্ঞানের বিস্তারের লক্ষ্যে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪৫টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং এসব প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় ২১০৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। কাউন্সিল আয়োজিত প্রশিক্ষণের মধ্যে পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২ দিনব্যাপী দুইটি প্রশিক্ষণ কোর্সও রয়েছে। পেশাগত কোর্সে প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনকিউএফ ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন।
উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চতকরণে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে কাউন্সিল পরিচালিত

কার্যক্রমকে নিয়মিতভাবে যুগোপযোগীকরণে গবেষণা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালার আলোকে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে।

আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন কাউন্সিলের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে কাউন্সিল সচেষ্ট রয়েছে। কাউন্সিল ইতোমধ্যে Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদ লাভ করেছে। এ অর্থ-বছরে যুক্তরাজ্যের Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) এর সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আমরা আশা করছি এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমাদের সকল অংশীজন কাউন্সিলের ২০২১-২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও মুদ্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

১.১ ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শন ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নপূরণে কোভিড মহামারীর পরবর্তী প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা এ রূপকল্প অর্জনের প্রধানতম হাতিয়ার। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে রূপকল্প অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে। উচ্চশিক্ষাকে মানসম্মত ও লক্ষ্য কেন্দ্রিক করতে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের স্বীকৃতি প্রদান করবে।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বর্তমানে এক রূপান্তরকাল অতিক্রম করছে। নবগৃহীত ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিধি পদ্ধতির সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বিএনকিউএফ এর শর্তানুযায়ী প্রতিটি একাডেমিক প্রোগ্রামের শিখনফল ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, উক্ত শিক্ষাক্রমের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি নির্বাচন এবং নির্ধারিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান পরিচালনা, শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য যথাযথ কৌশল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকগণের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের জন্য আগ্রহী করে তোলা, শিখনফল ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী শিক্ষণ-শিখন ও মুল্যায়নে শিক্ষকগণকে পেশাগতভাবে দক্ষ ও যোগ্য করে তোলা এখন দেশের উচ্চশিক্ষার একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে শিক্ষকগণের জন্য উপযুক্ত কাঠামোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক ।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ অনুসারে বিএনকিউএফ এর আলোকে প্রমিত মানের শিক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন সকল প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত হলে উচ্চশিক্ষার মানের উন্নয়ন সাধিত হবে এবং অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির পথ সুগম হবে। বর্ণিত বিষয়াবলী বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি সাধনে সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.২ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গঠন পদ্ধতি

বাংলাদেশ আক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এ বর্ণিত বাংলাদেশ আক্রেডিটেশন কাউন্সিলের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে ধারা ৬ এর উপধারা অনুযায়ী-

(১) চেয়ারম্যান, চারজন পূর্ণকালীন সদস্য এবং আটজন খণ্ডকালীন সদস্যগণের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে;

(২) উপ-ধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ৮ এর বিধান অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন জন

অধ্যাপক এবং সরকারের প্রশাসনিক কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (সাবেক সচিব) এক জনকে চার বছরের জন্য পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের আট জন খণ্ডকালীন সদস্য আইনে বিধৃত নির্ণায়ক পদ্ধতি অনুসরণে নিয়োগ করা হয়েছে;

ধারা ৯ (১) অনুসরণে চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে চার বছর এবং খণ্ডকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর;

এবং ধারা ১২ (১) মোতাবেক সরকার কর্তৃক এক জনকে কাউন্সিলের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি ১২ (২) ধারায় বিধৃত দায়িত্ব পালন করছেন।

১.৩ কাউন্সিল গঠন

ক্রমিক নং.	নাম	যোগদান
চেয়ারম্যান		
১.	প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২৬ আগস্ট ২০১৮
পূর্ণকালীন সদস্য		
২.	জনাব ইসতিয়াক আহমদ সাবেক সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১৯ জুন ২০১৯
৩.	প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম প্রাক্তন ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কো-অর্ডিনেটর, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	১৯ জুন ২০১৯
৪.	প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী প্রাক্তন ডিন, জীব বিজ্ঞান স্কুল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী	১৯ জুন ২০১৯
৫.	প্রফেসর ড. এস এম কবীর মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	২৩ জুন ২০১৯
খণ্ডকালীন সদস্য		
৬.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	১৭ অক্টোবর ২০২১

ক্রমিক নং.	নাম	যোগদান
৭.	জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২১ ডিসেম্বর ২০২০
৮.	শেখ কবির হোসেন চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ	৪ অক্টোবর ২০২১
৯.	প্রফেসর ড. হাবিবুল হক খন্দকার সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ, জায়েদ ইউনিভার্সিটি, খলিফা সিটি আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৬ অক্টোবর ২০২১
১০.	জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২৯ অক্টোবর ২০২০
১১.	প্রফেসর ডা. এ বি এম মাকসুদুল আলম অধ্যক্ষ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	২৪ অক্টোবর ২০১৯
	প্রফেসর ডা. মো: শারফুদ্দিন আহমেদ ভাইস চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।	২৭ অক্টোবর ২০২১
১২.	প্রফেসর ড. হাবিবুল হক খন্দকার সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ, জায়েদ ইউনিভার্সিটি, খলিফা সিটি, আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত।	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন মুখ্য উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	২৬ অক্টোবর ২০২১
১৩.	প্রফেসর ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২৬ অক্টোবর ২০২১
সচিব		
১৪.	প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম	২৬ ডিসেম্বর ২০২০

চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

পূর্ণকালীন সদস্য

জনাব ইসতিয়াক আহমদ

প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম

প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী

প্রফেসর ড. এস এম কবীর

খণ্ডকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর

একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক

শেখ কবির হোসেন

প্রফেসর হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচডি

জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা

প্রফেসর ডা. এ বি এম মাকসুদুল আলম
(২৪ অক্টোবর ২০১৯ হতে ২৩ অক্টোবর ২০২১)

প্রফেসর ডা. মো: শারফুদ্দিন আহমেদ
(২৭ অক্টোবর ২০২১ হতে)

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

প্রফেসর ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু

২. গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে গুণগত শিক্ষা বা মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেইসাথে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণীত হয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিজস্ব রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualifications Framework: BNQF) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কাজ করছে।

২.১ রূপকল্প

উচ্চশিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থায় পরিণত হওয়া।

২.২ অভিলক্ষ্য

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিবেদিত থাকবে:

১। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংক্রান্ত রীতি অনুযায়ী শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তম চর্চা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে অংশীজনদের আস্থাবৃদ্ধি সাধন;

২। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড (Standard), স্ব-নিরূপণ (Self-assessment) প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন এবং প্রতিপালন (Compliance) পরিবীক্ষণের (Audit) মাধ্যমে অংশীজনদের আস্থা অর্জন;

৩। দেশের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৃহত্তর অবদান রাখার নিমিত্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা প্রদান।

২.৩ উদ্দেশ্যাবলি

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

১। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি আস্থাভাজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা হিসেবে সেবা প্রদান;

২। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড পরিগ্রহণ (Adaptation) সহজীকরণ;

৩। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-নিরূপণ এবং অভ্যন্তরীণ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংস্কৃতির বিকাশের জন্য উত্তম চর্চার আচরণবিধি, নির্দেশাবলি ও মানদণ্ড সরবরাহ;

৪। অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চশিক্ষা কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পরামর্শ সেবা প্রদান, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিনির্মাণ;

৫। অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়ন ও উত্তরোত্তর গুণগত মানোন্নয়ন কাজে নিয়োজিত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের মেন্টরিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান;

৬। বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড কঠোরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুদ্ধাচার ও জবাবদিহিতা এবং উচ্চশিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা;

৭। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট আস্থাভাজন অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্কসমূহের সাথে সহযোগিতা স্থাপন ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; এবং

৮। একটি সক্ষম ও টেকসই সাংগঠনিক কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখা।

২.৪ মূল্যবোধ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে কার্যাবলি পরিচালনা করে:

শুদ্ধাচার: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশলকে গুরুত্ব দেয়;

পেশাদারিত্ব ও নৈতিকতা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব এবং নৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়;

আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারকে গুরুত্ব দেয়;

স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দেয়;

প্রতিপালন: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও কার্যপদ্ধতি প্রতিপালনকে গুরুত্ব দেয়;

বেঞ্চমার্কিং: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কিং, উদ্ভাবন ও অব্যাহত উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়;

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের জীবন ও মর্যাদাকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়;

সহযোগিতা ও সহায়তা: জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক আস্থাভাজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তাকে গুরুত্ব দেয়।

৩. কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

আইনের ধারা ১০ মোতাবেক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

(ক) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট বা ক্ষেত্রমত, অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান, স্থগিত বা বাতিলকরণ;

(খ) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রিডিটকরণ;

(গ) কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স সার্টিফিকেট প্রদানের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঙ) যৌক্তিক কারণে কোনো প্রতিষ্ঠান বা উহার অধীন কোনো একাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন ও কনিফডেন্স সার্টিফিকেট শুনানী অন্তে বাতিলকরণ;

(চ) অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজনসহ উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত তথ্যবহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহিত পারস্পারিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৪. কাউন্সিলের জনবল

৪.১ কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর বিধান অনুযায়ী কাউন্সিলের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ এবং উক্ত কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। ইতোমধ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ৫৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিয়োগ,

পদোন্নতি ইত্যাদিকে সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোতে পরিচালনার লক্ষ্যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০২১' এর প্রজ্ঞাপণ জারি করা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয় (সংযুক্তি-ক)। ইতোমধ্যে ৪৬টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে ৮ (আট) সদস্যের একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কাউন্সিলে বর্তমানে চেয়ারম্যান, ৪ জন পূর্ণকালীন সদস্য, প্রেষনে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১১ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া অ্যাডহক ভিত্তিতে ৭ জন, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১১ জন এবং দৈনিক ভিত্তিতে ২জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

৫. কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ

বিগত অর্থবছরের ন্যায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও কাউন্সিলকে কোভিড মহামারির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এ সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। কাউন্সিলের জনবল ও কাজের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কাউন্সিলের কার্যালয়, '১ মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা' ঠিকানায় স্থানান্তর করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে কাউন্সিলের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। কাউন্সিলের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণকারীর একটি পুল প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে তিনটি কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময়ে উচ্চশিক্ষার মাননিশ্চিতকরণ ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে ৪৫টি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। এ অর্থবছরে শিক্ষা নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কাউন্সিলের ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায় যথাযথভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

৫.১ কাউন্সিল সভা

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের তিনটি (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ কাউন্সিল সভা ভার্চুয়ালি (জুম প্লাটফর্ম) এবং সপ্তম ও অষ্টম কাউন্সিল সভা সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ তিনটি কাউন্সিল সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১.১ ষষ্ঠ কাউন্সিল সভা

৫ আগস্ট ২০২১/ ২১ শ্রাবণ ১৪২৮ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় জুম প্লাটফর্মে ভার্চুয়ালি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ৬ষ্ঠ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

৫.১.১.১ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর) এর খসড়া সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন সাপেক্ষে মুদ্রণের জন্য অনুমোদন।

৫.১.১.২ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অফিস আসবাব, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রাপ্যতার

প্রাধিকার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জারিকৃত ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১২২.০৬.০০১.১৬-৫৪ সংখ্যক পরিপত্রটি পরিগ্রহণ।

চিত্র: ৫ আগস্ট ২০২১/২১ শ্রাবণ ১৪২৮ তারিখে জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কাউন্সিল সভা

৫.১.২ সপ্তম কাউন্সিল সভা

২৩ নভেম্বর ২০২১/ ৮ অগ্রহায়ন ১৪২৮ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সভাকক্ষে সপ্তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

৫.১.২.১ 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২১' এর খসড়া সপ্তম কাউন্সিল সভার আলোচনার আলোকে সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক পুনর্গঠন সাপেক্ষে অনুমোদন। (পরিশিষ্ট-খ)

৫.১.২.২ কাউন্সিলের অ্যাকাডেমিক নিরীক্ষা গাইড লাইন এর খসড়া অনুমোদন (পরিশিষ্ট-গ)।

৫.১.২.৩ কাউন্সিলের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (কিউএ) প্রফেসনালদের তালিকা অনুমোদন এবং কিউএ প্রফেশনালস নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করার জন্য এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সকল বিশ্ববিদালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।

৫.১.২.৩ কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বক্তা-সম্মানী, প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে কাউন্সিল প্রস্তাবিত হার সরকার কর্তৃক অনুমোদনের অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য অর্থ বিভাগের প্রবিধি-২ অধিশাখার ২২ মে ২০১৯ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৩.০০৫.১৩-১১১ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত আদেশপত্র পরিগ্রহণ।

৫.১.২.৪ বিশেষজ্ঞ কমিটির সভার সদস্যদের সিটিং অ্যালাউন্স ৩,৫০০.০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদন।

৫.১.২.৫ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে অবহিতকরণের শর্তে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।

৫.১.২.৬ বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর মালিকানাধীন ১ মিন্টো রোড, ঢাকায় অবস্থিত বিএসএল কমপ্লেক্স ভবনের ৩য় তলায় ৯,৭০০ বর্গফুট অফিস স্পেস ১ম ও ২য় বছরের জন্য মাসিক প্রতি বর্গফুট ১০০.০০ টাকা (ভ্যাট ব্যতীত) হারে এবং ৩য় বছরের জন্য প্রতি বর্গফুট মাসিক ১০৫.০০ টাকা (ভ্যাট ব্যতীত) হারে ভাড়া গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন এবং নতুন অফিস ভাড়া গ্রহণে গৃহীত কার্যক্রম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে অবহিতকরণ।

চিত্র: ২৩ নভেম্বর ২০২১/ ৮ অগ্রহায়ন ১৪২৮ তারিখে সপ্তম কাউন্সিল সভা

৫.১.৩ অষ্টম কাউন্সিল সভা

১০ মার্চ ২০২২/২৫ ফাল্গুন ১৪২৮ তারিখ বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সভাকক্ষে অষ্টম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

৫.১.৩.১ যুক্তরাজ্যের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি ফর হায়ার এডুকেশন (QAA) এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক (MoU) কাউন্সিল সভার আলোচনার আলোকে সংশোধন, পুনর্গঠন এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদন।

৫.১.৩.২ সভার আলোচনার আলোকে সংশোধন/পুনর্গঠন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে কাউন্সিলের ২০২০-২১ অর্থ-বছরের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন এর খসড়া অনুমোদন।

৫.১.৩.৩ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ/আত্মীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণের প্রস্তাব অনুমোদন।

৫.১.৩.৪ কাউন্সিলের বিভিন্ন বিধি, প্রবিধান ও অন্যান্য তথ্যাদি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সনে প্রণয়ন।

চিত্র: ১০ মার্চ ২০২২/২৫ ফাল্গুন ১৪২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অষ্টম কাউন্সিল সভা

৫.২ প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন

দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজন এবং উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন ও বিস্তারে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক স্তর ৭-১০ বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কাউন্সিল সর্বমোট ৪৫টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করেছে। ৪৫টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় সর্বমোট ২১০৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার এবং শুদ্ধাচার বিষয়ে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে উচ্চশিক্ষা শীর্ষক একটি অনলাইন সেমিনারও আয়োজন করা হয়েছে।

সারণি ১: ২০২১-২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা

ক্রমিক নং.	প্রশিক্ষণ-কর্মশালার বিষয়	আয়োজিত প্রশিক্ষণ-কর্মশালার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা	০৮	১৫৫৮
২.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ), অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালা	০৪	৬১
৩.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) শীর্ষক কর্মশালা	০৮	৬২
৪.	অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালা	০৪	৫৮
৫.	আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ	০২	৩১
৬.	উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে বিএনকিউএফ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৮	১৪১
৭.	শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম, শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩	৫১
৮.	অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০৮	১৪১
সর্বমোট		৪৫	২১০৩

৫.২.১ উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অ্যাকাডেমিক লিডারদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন (Quality Assurance & Accreditation in Higher Education) বিষয়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট ০৮টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাসমূহে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল-এর পরিচালক এবং অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোনীত ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাসমূহে সর্বমোট ১,৫৫৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

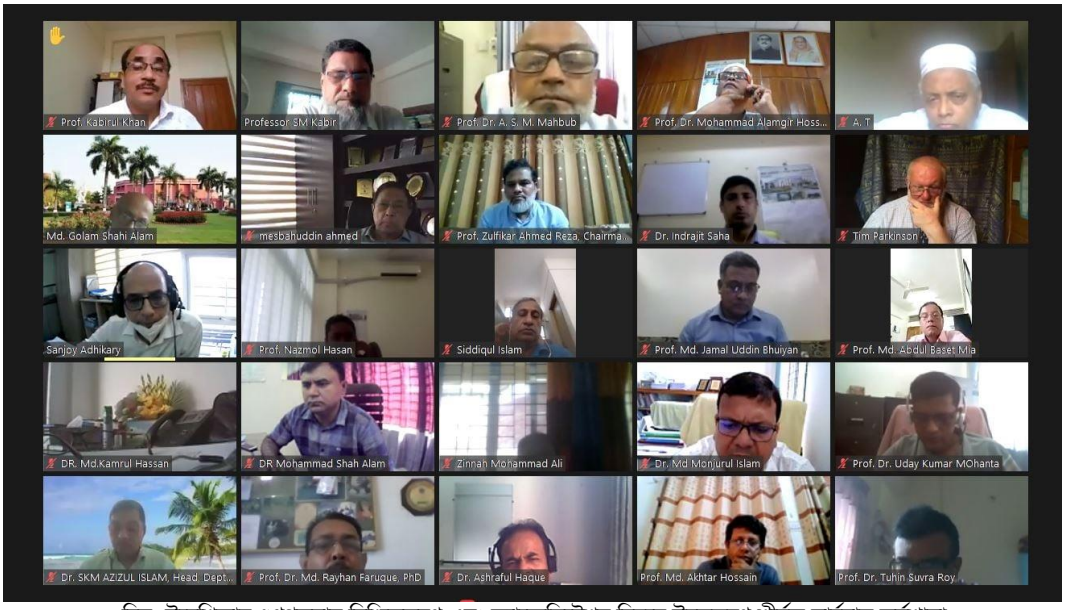

চিত্র: উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালা

৫.২.২ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ), অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেশনালদের তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে দেশের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেশনালদের নিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ), অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ে মোট ৪টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ সকল কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৬১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণের পারফরমেন্স এর ভিত্তিতে ৩০ জন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেশনালসদেও একটি তালিকা কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য প্রণয়ন করা হয়।

চিত্র: বিএনকিউএফ, অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন

৫.২.৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার কর্তৃক Bangladesh National Qualifications Framework (স্তর ৭-১০) অনুমোদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০ (জ) ধারায় ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাউন্সিলকে অর্পণ করা হয়েছে। এ আইনের ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা নির্ধারিত প্রমিত মানের শিক্ষা কাঠামো অনুসরণ করা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের উদ্যোগে Bangladesh National Qualifications Framework বিষয়ে অংশীজনদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে BNQF বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮টি কর্মশালা ও ৮টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাসমুহে ৬২ জন এবং প্রশিক্ষনসমূহে ১৪১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

চিত্র: কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য ও কর্মকর্তাগণের সাথে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

৫.২.৪ অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণকে অবহিতকরণের জন্য মোট ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালাসমূহে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। এসব কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৫৮ (আটান্ন) জন।

চিত্র: কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সাথে অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ও মানদণ্ড বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

৫.২.৫ আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ

অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ২০২২, অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত 'অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি' প্রোগ্রাম মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে। এছাড়া কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। এ সকল কমিটিতে দায়িত্ব পালনের জন্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেশনালস তৈরির লক্ষ্যে কাউন্সিল কর্তৃক ১২ দিনব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে কাউন্সিল এরূপ ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ দু'টি প্রশিক্ষণে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC'র ৩১জন পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক অংশগ্রহণ করেছেন।

চিত্র: আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কাউন্সিল চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ

৫.২.৬ শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম, শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক এর আলোকে শিখনফল ভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী শিখনফল ও মূল্যায়ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক। তাই কাউন্সিল কর্তৃক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণের শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিল কর্তৃক শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম, শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন বিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৫১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে অধিবেশন পরিচালনা করছেন অতিথি বক্তা প্রফেসর ফারহীন হাসান

৫.২.৭ অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ-কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গৃহীত অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড ও নির্ণায়কসমূহ প্রতিপালনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষকগণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড প্রতিপালন বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে কাউন্সিল মোট ৮টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করেছে। এসব প্রশিক্ষণে ১৪১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য ও কর্মকর্তাদের সাথে অ্যাক্রেডিটেশন মান্ডদণ্ড প্রতিপালন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

৫.২.৮ 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক অনলাইন সেমিনার

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Professor, Dr. A. S. M. A. Haseeb.

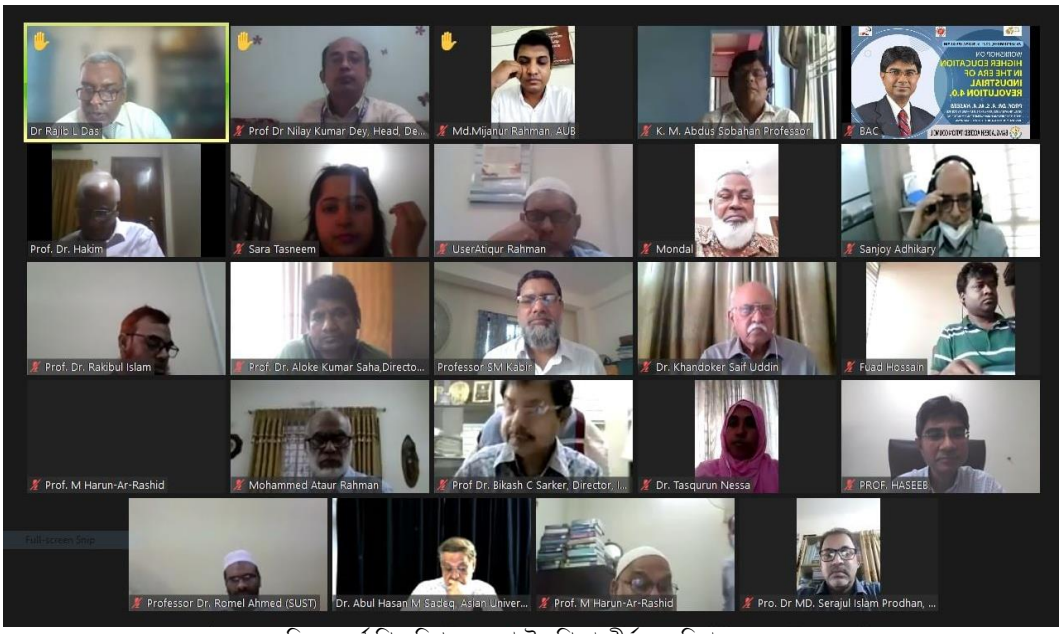

চিত্র: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে উচ্চশিক্ষা শীর্ষক সেমিনার

৫.২.৯ শিক্ষা-সফর

৫.২.৯.১ কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের শিক্ষা-সফর

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ উদ্ভাবন বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান বিষয়ে এক তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও বাকৃবি'র শিক্ষকগণের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়।

চিত্র: বাকৃবির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও শিক্ষকগণের সাথে কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

৫.২.৯.২ কাউন্সিলের প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা-সফর

কাউন্সিল আয়োজিত ১২ দিনব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আইকিউএসি'র কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে একটি কার্যকর আইকিউএসি'তে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়োজিত ২টি পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা সফরে যান। এ শিক্ষা সফর প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইকিউএসি'কে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হবে।

চিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসিতে মতবিনিময়রত প্রথম পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ

চিত্র: ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সম্মেলনকক্ষে মতবিনিময়রত দ্বিতীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ

৫.২.১১ কাউন্সিলের কার্যক্রমের প্রামাণ্যচিত্র

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এর ধারা ২২ অনুসারে কাউন্সিল প্রত্যেক অর্থ বছরের কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করার বাধ্যবাদকতা রয়েছে। আইনের এ ধারার প্রতিপালনার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট কাউন্সিলের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০) হস্তান্তর করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এসময় কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর সাথে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব

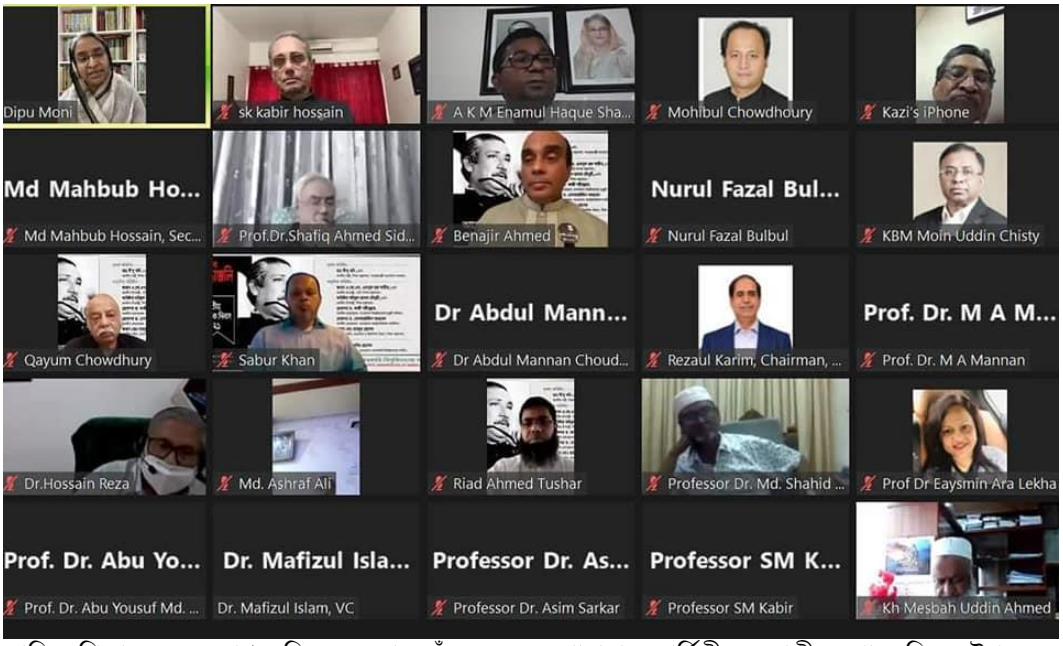

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত Advancing Bangladesh's Future by Integrating Life Performance and Skills-Based Models of Learning বিষয়ক অনলাইন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

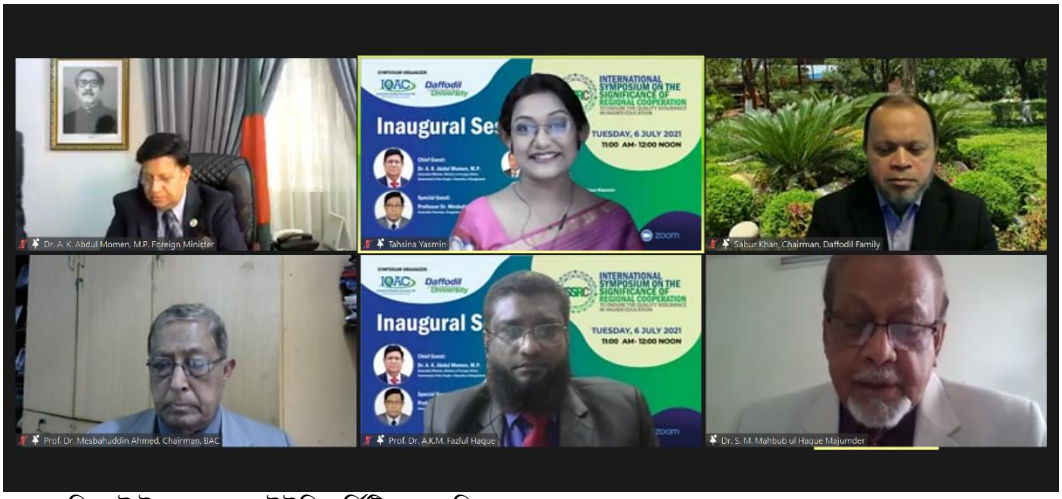

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE SIGNIFICANCE OF REGIONAL COOPERATION TO ENSURE THE QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আয়োজিত উচ্চশিক্ষায় IQAC সুবিধা ও উপযোগিতা সম্পর্কিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও কি-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এর IQAC কর্তৃক আয়োজিত BNQF and Accreditation Standards & Criteria শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অথিতি হিসেবে কাউন্সিলের সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ এবং রিসোর্স পার্সোন হিসেবে কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী এবং প্রফেসর ড. এস. এম কবীর উপস্থিত ছিলেন।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্স অনুষদের সভাকক্ষে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া নিয়ে অনুষদের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) অনলাইন কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু-চিকিৎসা অনুষদে মেডিসিন কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত Accreditation Process- a New Challenge বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC আয়োজিত সকল ডিন ও বিভাগীয় প্রধানকে নিয়ে Quality Assurance & Accreditation in Higher Education শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে IQAC আয়োজিত Quality Assurance and Accreditation in Higher Education শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

British Council এর একটি প্রতিনিধিদল ১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া নিয়ে শিক্ষকদের সাথে সেমিনারে বক্তব্য প্রদানের পর ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় IQAC আয়োজিত Outcome Based Curriculam for Master of Science in Agriculture এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Revised Outcome Based Education Curriculum কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী ও প্রফেসর ড. এস. এম কবীর।

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ক ঊর্ধ্বতন পরামর্শক শ্যারন হার্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় IQAC আয়োজিত Compliance of BAC Accreditation Standards & Criteria শীর্ষক প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর।

৫.৪ বহিঃস্থ গুণগত মাননিরূপণকারী পুল প্রণয়ন

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ ও অ্যাক্রেডিটেড উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাকাডেমিক নিরীক্ষার জন্য বিএসি এর নিজস্ব কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (কিউএ) প্রফেশনালস থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিউএ প্রফেশনালস নির্বাচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ১৮০ জন শিক্ষকের নিকট থেকে তাঁদের একাডেমিক শংসাপত্র (Credentials), গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, বহিঃস্থ গুণগতমান মূল্যায়নে অভিজ্ঞতা, সামগ্রিক খ্যাতি ইত্যাদি নির্ণায়ক সম্বলিত কাউন্সিলের নির্ধারিত ছকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। নির্ণায়কের বিপরীতে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে ১৮০ জন শিক্ষকের মধ্য থেকে কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সভায় ৬৪ (চৌষট্টি) জন শিক্ষকের একটি প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৬৪ (চৌষট্টি) জন শিক্ষককে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিল কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির ১৪তম সভায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দের তালিকা বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কর্মশালায় প্রদর্শিত কর্মদক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে কাউন্সিল সভায় পেশ করার জন্য ৩০ (ত্রিশ) জন শিক্ষকের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে ৭ম কাউন্সিল সভায় (২৩/১১/২০২১) ৩০ জনকে কাউন্সিলের কিউএ প্রফেশনাল হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়।

৫.৫ গবেষণা কার্যক্রম

উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক নীতিমালা অনুসরণক্রমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা, একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা, এবং কাউন্সিলের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২০/০৩/২০২২ খ্রি.) ১৬৯টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহের সামঞ্জস্য প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়। গবেষণা প্রস্তাবসমূহের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকগণের মধ্য থেকে মূল্যায়নকারীর তালিকা (Reviewer Panel) প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে দুই (০২)জন মূল্যায়নকারী কর্তৃক কাউন্সিলের Scoring Guideline অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিবেচনায় নিয়ে কাউন্সিলের গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাউন্সিল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি গবেষণা প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত গবেষণা প্রকল্পের গবেষকগণ কর্তৃক গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাউন্সিল হতে কর্মশালা আয়োজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৫.৬ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক ও অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সির সাথে যোগাযোগ

বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০(ছ) ধারায় আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। কাউন্সিল এ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি), এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক "Asia Pacific Quality Network (APQN)" এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। APQN এর 7th Board Election এ বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।

যুক্তরাজ্যের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি ফর হায়ার এডুকেশন (QAA) এর সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে QAA এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding, MOU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন QAA এর কাছ থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হবে:

- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন;
- নির্বাচিত কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স (QA) প্রফেশনাল বিনিময় এবং প্রশিক্ষণ;
- কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কাউন্সিল কর্মকর্তাগণের যুক্তরাজ্যে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা;
- QAA এর কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ও এর উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ;
- পরস্পরের কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স প্রক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ এবং মান উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য এবং মতবিনিময়;
- বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সেমিনার আয়োজনে সহায়তা প্রদান;
- QAA এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য কাউন্সিলের একজন মনোনীত প্রতিনিধিকে ফি প্রদান ব্যতিরেকে অংশগ্রহণের সুযোগ।

এছাড়াও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) এবং নিউজিল্যান্ড ভিত্তিক New Zealand Qualifications Authority (NZQA) এর সাথে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংস্থা দুইটির সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রেজেন্টেশন ও সভা খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৫.৭ গ্রন্থাগার

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ কাউন্সিলের প্রধান কাজ। বিশেষায়িত এ কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেসনালস তৈরি ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেসনালস ও কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণের নিয়ত

পরিবর্তনশীল বিশ্বের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিষয়ক জ্ঞান ও উত্তম চর্চার সাথে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। কাউন্সিলের গ্রন্থাগার জ্ঞান চর্চার সূতিকাগার হিসেবে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স-এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে যুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। গ্রন্থাগারের এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতি বছর গ্রন্থাগারে নতুন গ্রন্থাদি সংযোজন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংগ্রহের পর গ্রন্থাগারে বর্তমানে সংরক্ষিত গ্রন্থ সংখ্যা ৬১১টি। এ অর্থবছরে গ্রন্থাগারে অ্যাক্রেডিটেশন, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, গবেষণা, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে কোন লোকবল না থাকায় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধকরণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। কাউন্সিলের গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নব সৃজিত সহকারী গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগারের পদসমূহে নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে গ্রন্থাগারের সুবিধাদি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৫.৮ ডায়েরি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ

২০২২ সালের জন্য কাউন্সিলের ডায়েরি মুদ্রণ করা হয়। এটা কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় ডায়েরি। এ ডায়েরিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আলোকচিত্র ও শিক্ষা খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করে ডায়েরিকে সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করা হয়েছে। ২০২২ সালের জন্য কাউন্সিলের ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়। ডেস্ক ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী কলেজ ক্যাম্পাসে স্থাপিত ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্যসমূহের স্থিরচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাউন্সিল হতে ২০২২ সালের জন্য মুদ্রণকৃত ডায়েরি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা, দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে।

৬. কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

৬.১ অফিস স্থানান্তর

কাউন্সিলের জনবল বৃদ্ধির ফলে মহাখালীস্থ গ্রিন ডেল্টা এইমস টাওয়ারে পূর্বতন অফিসে স্থান সংকুলান হয়নি বিধায় সুপরিসর ভবনে কাউন্সিলের অফিস স্থানান্তর আবশ্যক হয়ে পড়ে। মহাখালীস্থ অফিস কাউন্সিলের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অফিস/প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে অবস্থিত হবার কারণে দাপ্তরিক প্রয়োজনে যাতায়াতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। এসব কারণে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ১ নম্বর মিন্টু রোডে অবস্থিত বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স-২ এর তৃতীয় তলায় ৯,৭০০ বর্গফুটের একটি স্পেসে কাউন্সিলের দপ্তর ১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে স্থানান্তর করা হয়। এর ফলে কাউন্সিলের কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর ও গতিশীল হয়েছে।

৬.২ অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয়

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণে বিভিন্ন অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করে প্রাপ্যতা অনুযায়ী চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য ও কর্মকর্তাদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। কাউন্সিলের জন্য ১টি ফ্রিজ, ১টি ওভেন, ১টি লেমিনেটিং মেশিন, ১টি স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন, ৩০টি টেলিফোন সেট ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহ বাবদ ২,২৩,৭৫৩.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণসহ)

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণে ৪টি ল্যাপটপ, ৭টি ডেস্কটপ, ৮টি প্রিন্টার, ২টি রাউটার, ১২টি হেড ফোন, ১টি ওয়েব ক্যামেরা, ৫টি র‍্যাম, টোনার, মাউস, ইত্যাদি ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়। ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ খাতে মোট ৯,৪৭,০৯০.০০ (নয় লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নব্বই) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৪ অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ

১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত কাউন্সিল অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৩৮,১০০.০০ (আটত্রিশ হাজার একশত) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৫ যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য ৫টি জিপ ও কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাসসহ মোট ৬ (ছয়) টি যানবাহন রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এসব যানবাহনের বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ৮,৯৪,৬৪৬.০০ টাকা, জ্বালানি বাবদ ১০,৬২,০০৭.০০ টাকা, মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ বাবদ ২,৬৯,৬৭৫.০০ টাকাসহ মোট ২২,২৬,৩২৮.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৬ পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ)

২০২১-২২ অর্থ বছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত কাউন্সিলের মুদ্রণ ও বাধাঁই বাবদ ৮,৫৭,০৯৫.০০ টাকা, বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় বাবদ ৮,০৬,৪২৪.০০ টাকা, আপ্যায়ন বাবদ ২,৮৭,৮৭৬.০০, ডাক প্রেরণ বাবদ ৪১,৩৪৬.০০ টাকা, আউটসোর্সিং বাবদ ১৮,০৩,৫০৮.০০ টাকা, দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের মজুরি বাবদ ১২,৮৪,২৫০.০০ টাকা, টেলিফোন বাবদ ৫৭,৭৮৭.০০ টাকা, অফিস ভবন ভাড়া বাবদ ১,০৭,৯৮,৫০০.০০ টাকা, ইন্টারনেট বাবদ ১,৭৯,২৫০.০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৬,১৯,২০৭.০০ টাকা, সম্মানি বাবদ ৬,৩২,৬৬০.০০ টাকা, ইউটিলিটি সেবাসমূহের বিল বাবদ ৭,৬১,৩৭৮.০০ টাকা, পানি বিল বাবদ ৯৬,৭৫২.০০ টাকা, আবাসিক ভবন ভাড়া বাবদ ১০,৩১,২০০.০০ টাকা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ ৬,৮৩,৫৮৯.০০ টাকা, প্রকাশনা বাবদ ৫,৮৭,২০০.০০ টাকা, ভ্রমণ ব্যয় বাবদ ১,৩৯,১৯৮.০০ টাকাসহ মোট ২,০৬,৬৭,২২০.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৭ প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে অ্যাক্রেডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ আয়োজন বাবদ ২৫,৪২,৩২২.০০ টাকা এবং সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন বাবদ ১৪,৮৪,৩১৪.৫০ ব্যয় হয়েছে। এ দুই খাতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট

৪০,২৬,৬৩৬.৫০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৮ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ)

১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে কাউন্সিলের অফিস ভবন মেরামত ও স্থানান্তর বাবদ ১৪,৭১,৪২৮.০০ টাকা, অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত বাবদ ৪৫,৮০০.০০ টাকা এবং কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত বাবদ ৪০,৭০০.০০ টাকাসহ সর্বমোট ১৫,৫৭,৯২৮.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬.৯ গবেষণা খাতে ব্যয়

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। গবেষণা খাতে মোট ৫,৬৮,৭৯৯.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.১০ অন্যান্য খাতে ব্যয়

২০২১-২২ অর্থ বছরে পুরস্কার বাবদ ৫৮,৬৬০.০০ টাকা, আইন সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ ১০,৭৫০.০০ টাকা, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি (চাঁদা) বাবদ ৩৫,৭৪৫.০০, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয় ১৯,৮০০.০০ টাকাসহ মোট ১,২৪,৯৫৫.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.১১ ভান্ডার

কাউন্সিল ভান্ডারের কাজ হলো মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত নথিসমূহে লিপিবদ্ধকৃত নির্দেশনা মোতাবেক ক্রয় কমিটি ও দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল মজুত রেজিস্টারে (Stock Book) নথিভুক্ত (Stock Entry) করা; ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে পুরাতন মালামাল বুঝে নেয়া ও পুরাতন/অকেজো মজুত রেজিস্টারে (Dead Stock) নথিভুক্ত করা। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর প্রাপ্যতা অনুযায়ী মালামাল বিতরণ করা; ভান্ডারে সকল মালামালের যথাযথ মজুত তদারকি করা এবং কোন মালামালের মজুত শেষ হওয়ার পূর্বে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা; মাস শেষে সকল চাহিদাপত্রের মাধ্যমে বিতরণকৃত মালামালের হিসাব মজুত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং অবশিষ্ট মালামালের হিসাব (Balance) নিরুপণ; মালামালের বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ, প্রাক্কলন নির্ধারণ এবং দরপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব মালামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা করা; চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কার্যকাল শেষে তাঁদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি জমা নেয়া ও সেগুলোর হিসেব সংরক্ষণ করা; মেরামতকৃত যানবাহনের পুরানো পার্টস জমা নেয়া এবং পুরানো/অকেজো মালামাল মজুত রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা; পুরানো/অকেজো মালামাল নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা; কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে আগত দেশি-বিদেশি অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ক্রয়কৃত স্যুভিনির মজুত ও বিতরণ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা।

কাউন্সিলের ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১টি ভান্ডার কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ভান্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ভান্ডারে মজুত ও বিতরণের জন্য আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণে ৪,৯৬,৩৩০.০০ টাকা ব্যয়ে স্টেশনারিজ মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল

মালামাল সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬.১২ পরিবহন সুবিধা

সরকারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও চারজন পূর্ণকালীন সদস্যের জন্য ৫টি জিপ গাড়ি এবং কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি মাইক্রোবাস রয়েছে। কাউন্সিলের টেবিল অব ইকুইপমেন্ট সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকায় এবং করোনা মহামারিতে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের সরকারি নির্দেশনা থাকায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে গাড়ি ক্রয় খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নতুন গাড়ি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়াকৃত মাইক্রোবাসের ভাড়া বাবদ ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৬,৯৬,৯৫০.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৭. কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বিধায় এর আর্থিক লেনদেন সামগ্রিকভাবে আইন, প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণে পরিচালিত হয়। প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ যথাযথ হিসাবভুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় পৌনঃপুনিক আয়-ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাপ্ত বার্ষিক সরকারি আর্থিক মঞ্জুরি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) থেকে প্রাপ্ত এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund)-এর জন্য পৃথকভাবে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাউন্সিলের হিসাব বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের পরিচালকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ১৯ (১)-এর উপ-ধারা ২ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত উৎস হতে অর্থ কাউন্সিল গ্রহণ করতে পারবে:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন থোক বরাদ্দ এবং বার্ষিক আর্থিক মঞ্জুরি;
(খ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং
(গ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা হতে প্রাপ্ত আয়।

আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সরকার হতে ৮,২৩,৪০,০০০ (আট কোটি তেইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা পাওয়া গেছে। ০১.০৭.২০২১ হতে ০৮.০২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, মহাখালী শাখায় স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট (এসএনডি) হিসাবে টাকা জমা করে লেনদেন করা হয়। পরবর্তীতে ০১ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে কাউন্সিল অফিস মহাখালী হতে ১ মিন্টো রোড, রমনায় স্থানান্তর করায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড মহাখালী শাখা হতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল শাখায় কাউন্সিলের ব্যাংক হিসাব ০৯.০২.২০২২ তারিখে স্থানান্তর করা হয়। প্রাপ্ত অর্থ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৪,৯৪,৪৭,৩৮৯.০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কাউন্সিলের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় এবং কোভিডকালীন সময়ে আরোপিত কিছু বিধি-নিষেধের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় ৩,২৮,৯২,৬২০.৯৪ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ১৯(৩) ও (৬) মোতাবেক কাউন্সিলের আর্থিক

নীতিমালা ও হিসাব ম্যানুয়াল সংক্রান্ত প্রবিধান এবং কাউন্সিলের তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত তহবিলের অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ২১(২) অনুযায়ী সরকারি অডিট টিম কর্তৃক কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করার বিধান রয়েছে এবং একই আইনের ২১ (৪) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিতোষিক প্রদান সাপেক্ষে কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করার বিধান আছে। উল্লেখ্য যে, কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০৮.০৫.২০২২ খ্রি. তারিখ থেকে ১২.০৫.২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে কাউন্সিলের ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়।

৭.১ বার্ষিক বাজেট বিবরণী

বাজেট আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ২০ অনুসরণে দুই ধরণের অর্থাৎ পৌনঃপুনিক ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা কাউন্সিলের দায়িত্ব। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল পর্যায়ে পৌনঃপুনিক বাজেটে কাউন্সিলের সম্ভাব্য বার্ষিক আর্থিক লেনদেন প্রতিফলিত হয়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে কাউন্সিলের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিনির্ভর চলতি বছরের সংশোধিত এবং পরবর্তী বছরের মূল বাজেট প্রণয়নপূর্বক জুন মাসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব কাউন্সিলের ওপর বর্তায় এবং এ লক্ষ্যে সরকারি সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রয়াস চালানো অপরিহার্য। কাউন্সিলের নিজস্ব জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সরকারি প্রচলিত পদ্ধতি, নীতিমালা ও নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.২ অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ

কাউন্সিলের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার আবর্তক অনুদান হিসাবে টাকা ৮,২৩,৪০,০০০.০০ (আট কোটি তেইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র) প্রদান করে। এ অর্থ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, মহাখালী শাখায় ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট (এসএনডি) হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে এবং বর্তমানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল শাখার মাধ্যমে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ হতে পরিচালিত হচ্ছে। কাউন্সিল ২০২১-২০২২ যানবাহন ব্যবহার বাবদ ৪১,৪৮৫.০০ (একচল্লিশ হাজার চারশত পঁচাশি) টাকা আয় করে। পূর্ববর্তী অফিসের জামানতের অর্থ সমন্বয়পূর্বক ১৭,১০,৫৪৬.০০ (সতের লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত ছেচল্লিশ মাত্র) টাকা ফেরত এবং ইতোপূর্বে ২০১৯ সালে প্রদত্ত ৩ মাসের অগ্রিম ভাড়া বাবদ ১৭,৮৫,০০০.০০ (সতের লক্ষ পঁচাশি হাজার মাত্র) টাকা অফিস ভবন ভাড়ার সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খাতে মোট ৪৩,৬৭১.০০ (তেতাল্লিশ হাজার ছয়শত একাত্তর মাত্র) টাকা পাওয়া গেছে। এ অর্থ বছরে প্রাপ্ত নিট ব্যাংক মুনাফার পরিমান ২,৪৬,৪২৭.৪৯ (দুইলক্ষ ছিচল্লিশ হাজার চারশত সাতাশ এবং ঊনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) টাকাসহ মোট আয় ৮,৭৯,৯০,৫৯৩.০৪ (আট কোটি ঊনআশি লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত তিরানব্বই টাকা এবং চার পয়সা মাত্র) টাকা। ব্যয়ের খাতসমূহ হলো (১) বেতন ভাতা, (২) পণ্য ও সেবা, (৩) গবেষণা, (৪) যন্ত্রপাতি, (৫) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, (৬) অন্যান্য মূলধনী ব্যয় (আসবাবপত্র)। খাতওয়ারী ব্যয়সমূহ সারণি-২ এ দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত ৬টি খাতে ব্যয় করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরের অব্যয়িত অনুদানের অর্থ ৩,২৮,৯২,৬২০.৯৪ (তিন কোটি আটাশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শত বিশ এবং চুরানব্বই পয়সা) মাত্র সরকারি তহবিলে প্রত্যার্পন করা হয়।

সারণি ২: কাউন্সিলের ২০২১-২২ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় হিসাব নিম্নরূপ;

বিবরণ	অর্থ বছর ২০২১-২০২২		মন্তব্য
	আয়	ব্যয়	
প্রারম্ভিক স্থিতি (০১.০৭.২০২১)	১৮,৩৭,২২৪.৫৫	---	
সরকারি অনুদান	৮,২৩,৪০,০০০.০০	---	
নিজস্ব আয় (নীট ব্যাংক মুনাফাসহ)	২,৪৬,৪২৭.৪৯	---	
কর্মকর্তাগণের যানবাহন ব্যবহার বাবদ আয়	৪১,৪৮৫.০০	---	
পূর্ববর্তী অফিস ভবনের জামানত ও অগ্রিম	৩৪,৯৫,৫৪৬.০০	---	
অন্যান্য প্রাপ্তি	৪৩,৬৭১.০০	---	
বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয়	---	১,৭৪,১৬,৯৮৪.৭৯	
পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়	---	৩,০২,২৭,৬৫২.২৭	
গবেষণা বাবদ ব্যয়	---	৫,৬৮,৭৯৯.০০	
যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয়	---	২,২৩,৭৫৩.০০	
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যয়	---	৯,৭২,০৯০.০০	
অন্যান্য মূলধনী (আসবাবপত্র) ব্যয়	---	৩৮,১০০.০০	
সরকারি তহবিলে জমা (ফেরত)	---	৩,২৮,৯২,৬২০.৯৪	
সর্বমোট আয় (টাকা)	৮,৮০,০৪,৩৫৪.০৪	---	
সর্বমোট ব্যয় (টাকা)	---	৮,২৩,৪০,০০০.০০	
ব্যাংক স্থিতি(৩০.০৬.২০২২) (৮,৮০,০৪,৩৫৪.০৪- ৮,২৩,৪০,০০০.০০)	৫৬,৬৪,৩৫৪.০৪		

এন্ডাউমেন্ট ফান্ড: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) হতে প্রাপ্ত এনডাউমেন্ট ফান্ড-এর টাকা ৮০,০০,০০,০০০.০০ (আশি কোটি টাকা)। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জনতা ব্যাংক বিমক শাখায় তিনটি এবং এস আই বি এল ও প্রিমিয়ার ব্যাংকে একটি করে মোট পাঁচটি মেয়াদী হিসাবে জমা রাখা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এনডাউমেন্ট ফান্ড হতে মোট টাকা ১,৭৩,০৬,৬৩৩.২৯ (এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত তেত্রিশ এবং পয়সা ঊনত্রিশ মাত্র) টাকা মুনাফা বাবদ পাওয়া গেছে।

সারণি ৩: কাউন্সিলের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড এর হিসাব (Endowment Fund)

বিবরণ	২০২১-২০২২	
	প্রাপ্তি	মন্তব্য
প্রারম্ভিক তহবিল (১.৭.২০১৯)	৮০,০০,০০,০০০.০০	
২০২০-২১ পর্যন্ত মুনাফা	৯,৯৯,৩৩,৬০৭.৭১	
২০২১-২০২২ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি	১,৭২,৫৩,১২৬.১৬	
মোট সমাপনী স্থিতি (৩০.৬.২০২২)	৯১,৭১,৮৬,৭৩৩.৮৭	

সারণি ৪: কাউন্সিলের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund) থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী

বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছর		হিসাব নম্বর
	জমাকৃত অর্থ	মুনাফা প্রাপ্তির তারিখ	

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এসএনডি হিসাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	৮,৭৩৩.৮৭	-	বিএসি এনডাউমেন্ট ফান্ড, হিসাব নং- ০১০০১৭৭৫২৮৭০১
জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	৪০,০০,০০,০০০.০০	২৫ জুলাই ২০২২	এফডিআর নং ০১০০২০৭৬৮৩০৮১
জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	২৪,০০,০০,০০০.০০	২ সেপ্টেম্বর ২০২২	এফডিআর নং ০১০০২১৬৪৬৯০২৪
জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	৩,৮৩,৪৯,০০০.০০	২ সেপ্টেম্বর ২০২২	এফডিআর নং ০১০০২১৬৪৬৮৯৮২
জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	৭,৮৮,২৯,০০০.০০	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	এফডিআর নং ০১০০২২৫৭৪৮৭৬৯
সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, পান্থপথ শাখা, ঢাকা	৮,০০,০০,০০০.০০	২৫ জুলাই ২০২২	এফডিআর নং ০১৫৫৩৩০০২১৩৩৭
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।	৮,০০,০০,০০০.০০	২৮ জুলাই ২০২২	এফডিআর নং ০১০১২৪৬০০০৩৪০৩৯

৮. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ পালন

২০২১ সাল ছিলো বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ এক বিস্ময়ের নাম। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্ব আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির পিতার লালিত বিশ্বাস আর হাজার বছরের বাঙ্গালির ঐতিহ্য আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে এক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল রাষ্ট্রীয় সকল আয়োজন বছরব্যাপী পালন ও উদ্‌যাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৮.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতার ম্যুরালে কাউন্সিলের পক্ষ হতে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মেনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

চিত্র: কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর সঞ্জয় কুমার অধিকারী ও পরিচালক জনাব নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ এবং জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন

৮.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, এমিরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায়), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবনের অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় নানা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সভায় বঙ্গবন্ধু সরকারের কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম। এতে কাউন্সিলের সকল পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন সদস্য, বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এর আইকিউএসি'র পরিচালক এবং কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

৮.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি বর্নাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করে।

চিত্র: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে বর্নাঢ্য র‍্যালি

৮.৪ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২১ পালন করে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও প্রভাত ফেরিতে কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

৮.৫ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কাউন্সিলের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। আলোচনা সভায় কাউন্সিলের সকল পূর্ণকালীন সদস্য, সচিব ও কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার প্রারম্ভে নীরবতা পালন

৮.৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন

৮.৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ অপরাহ্নে কাউন্সিলের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। সভায় বক্তাগণ জাতির পিতার আত্মত্যাগ ও জীবন দর্শন সম্পর্কে তথ্যবহুল ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যগণ, সচিব এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: সভার শেষে অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সাথে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য, সচিব এবং কর্মকর্তাবৃন্দ

৮.৮ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে কাউন্সিলের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সভায় কাউন্সিলের সকল পূর্ণকালীন সদস্য, সচিব এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: আলোচনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

৯. শুদ্ধাচার ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন

সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০১২ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যাতে কাউন্সিলের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে পালন করে। উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান প্রক্রিয়ায় যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং গোপনীয়তা ও স্বার্থগত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থেকে কার্য সম্পাদন করার বিষয়টি শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা পর্যায়ে শুদ্ধাচার নীতি প্রতিপালনে শুদ্ধাচার কৌশল অবলম্বন করার তাগিদ রয়েছে। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক শুদ্ধাচার কর্মকৌশল প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে দাখিল করা সহ কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে কাউন্সিলের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল আলীমকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১০. গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

কোভিড মহামারিজনিত বিধি নিষেধ ও জনবলের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কাউন্সিল তার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবেদনাধীন সময়ে সচেষ্ট ছিল। এ সময়ে কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২১ প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত খসড়া ''অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা, ২০২২'' সরকার কর্তৃক অনুমোদন;

- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন;
- কাউন্সিলের অ্যাকাডেমিক নিরীক্ষা গাইড লাইন প্রণয়ন;
- কাউন্সিলের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (কিউএ) প্রফেসনালদের তালিকা প্রণয়ন;

১১. উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা এবং সক্রিয়করণ;
- গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিহার করে BNQF পরিগ্রহণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
- Institutional Quality Assurance Cell এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশাগত সক্ষমতাকে গুরুত্বারোপে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল-ভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠদান এবং শিখন ফলের মূল্যায়নে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;
- অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত রিসোর্স পারসন তৈরি;
- শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি;
- মহাবিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি;
- বিশ্ববিদ্যালয়-ইন্ডাস্ট্রি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।